দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 16 FEB 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

চার প্রকল্প সমন্বয়ে উপবৃত্তি ট্রাস্ট ফান্ড

■ নিজামুল হক

মার্চের প্রথম সপ্তাহে দেশের ১৭ লাখ ৬১ হাজার ছাত্রীর মাঝে গতবছরের উপবৃত্তির ১৩৬ কোটি টাকা বিতরণ করা হচ্ছে। নতুন প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থবরাদ্দ সংক্রান্ত জটিলতার কারণে গত বছরে উপবৃত্তির কোন টাকা পায়নি শিক্ষার্থীরা। প্রকল্প পরিচালক মোঃ আফজাল হোসেন জানান, চলতি মাসেই উপবৃত্তির টাকা ছাড় করা হবে। আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে শিক্ষার্থীরা উপবৃত্তির টাকা পাবে। তবে ২০১০ সালের উপবৃত্তির নতুন-নিয়ম এ টাকা বিতরণের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে না।

অনিয়মিত উপবৃত্তি বিতরণে গতি আনা এবং ভবিষ্যতে তা অব্যাহত রাখে এ কারণে চারটি উপবৃত্তি প্রকল্প সমন্বয় করে ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার। এর অংশ হিসাবে প্রকল্প সমন্বয় করে কত টাকা এবং কত জনবল প্রয়োজন তার হিসাব-নিকেশ চলছে বলে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সূত্র থেকে জানা গেছে।

বর্তমানে চারটি প্রকল্পের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের উপবৃত্তি দেয়া হচ্ছে। কোন প্রকল্পে শিক্ষার্থী প্রতি উপবৃত্তির পরিমাণ বেশি আবার কোথাও কম। কোন কোন প্রকল্প থেকে উপবৃত্তি দিতে বিলম্ব হয়। সমন্বয়ের অভাবে এমনটি হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। সেকেন্ডারী এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এসইএসডিপি), সেকেন্ডারী এডুকেশন কোয়ালিটি এ্যান্ড এ্যাকসেস এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েফ), সেকেন্ডারী এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট (এসইএসপি) এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান (এইচএসএফএসপি) এই চারটি প্রকল্পের মাধ্যমে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। প্রতিবছর বাড়ছে উপবৃত্তির অর্থের পরিমাণ। চলতি শিক্ষাবর্ষে বাড়ছে উপবৃত্তির পরিমাণ। ছাত্রীদের পাশাপাশি এবার ছাত্ররাও উপবৃত্তি পাচ্ছে।

চলতি বছরের বিতরণ শুরু মার্চের প্রথম সপ্তাহে

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক উপবৃত্তির আওতায় ৪টি প্রকল্পের মাধ্যমে উপবৃত্তি ও টিউশনি ফিসহ ২০০৮ সালে বার্ষিক অর্থ বিতরণের পরিমাণ ছিল ২৩৬ কোটি ৭২ লাখ টাকা। ২০০৯ শিক্ষাবর্ষের প্রয়োজন ৩৯৭ কোটি ৮৮ লাখ এবং ২০১০ শিক্ষাবর্ষে প্রয়োজন হবে ৪৫৮ কোটি ১৫ লাখ টাকা। ২০১০ সালে এসইএসডিপি প্রকল্প ৩৫ কোটি, সেকায়েফ প্রকল্পে ১৫৫ কোটি, এসইএসপি প্রকল্পের শিক্ষার্থীর জন্য প্রয়োজন হবে ১৯৮ কোটি এবং এইচএসএফএসপি প্রকল্পে ৬৯ কোটি ৪৮ লাখ টাকা।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অধিদপ্তরের পরিচালক (পরিকল্পনা) অধ্যাপক সিরাজুল হক বলেন, উপবৃত্তি হচ্ছে ধারাবাহিক কার্যক্রম। এটি যাতে ব্যাহত না হয় সে কারণে ভবিষ্যতে স্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে সকল উপবৃত্তি সমন্বয় করে একটি ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের মাধ্যমে দেশের সকল ছাত্র-ছাত্রীকে এ কার্যক্রমের আওতায় আনতে হলে ৫ থেকে ৬শ কোটি টাকা প্রয়োজন হবে।

যে কারণে উপবৃত্তি প্রদানে বিলম্ব: ১৯৯৪ সালে ৪টি প্রকল্পের মধ্যে সেকায়ি অর্থায়নে ফিমেল সেকেন্ডারি স্টাইপেন্ট প্রজেক্টের (এফএসএসপি) চালু হয়। ১৯৯৪ সাল থেকে ২০০৮ পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্যায়ের এফএসএসপি প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়। পরে এটি ২০০৯ সালের জুন পর্যন্ত বর্ধিত করা হলেও ছাত্রীদের উপবৃত্তির জন্য অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়নি বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। নতুন প্রকল্পে চলতি বছরের জানুয়ারি-জুন কিস্তির জন্য ৬৩ কোটি ৩০ লাখ এবং জুলাই-ডিসেম্বর কিস্তির জন্য ৭০ কোটি ৯৭ লাখ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সে টাকা থেকেই এবারের উপবৃত্তি দেয়া হচ্ছে। প্রকল্প পরিচালক আফজাল হোসেন ইত্তেফাককে বলেন, সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে এ বৃত্তি দেয়া হচ্ছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রকল্প শেষ হবার পর নতুন প্রকল্প তৈরি আনুষঙ্গিক কাজ করতে সময় লেগেছে।

উপবৃত্তির নতুন নিয়ম কার্যকর চলতি বছর থেকেই: উপবৃত্তি প্রদানের জন্য আগামী বছর থেকে নতুন নিয়ম চালু হচ্ছে পূর্বের এফএসএসপি'র নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে এসইএসপি। নতুন প্রকল্পে ছাত্ররাও উপবৃত্তি পাবে। ২০১২ সাল পর্যন্ত এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৫৪ লাখ ১৪ হাজার ১৭৭ জন ছাত্র-ছাত্রী উপবৃত্তি পাবে। ২০১০ সালে ১১ লাখ ২৫ হাজার ২০৩ জন, ২০১১ সালে ১২ লাখ ১৫ হাজার ২১৯ এবং ২০১২ সালে ১৩ লাখ ১২ হাজার ৪৩৭ জন ছাত্র-ছাত্রীকে উপবৃত্তির আওতায় আনা হবে। প্রকল্প নীতিমালা অনুযায়ী ৩০ শতাংশ মেয়ে এবং ১০ শতাংশ আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে উপবৃত্তি পাবে।

এছাড়া আগামী বছর থেকে যাতে অতি দরিদ্ররাই উপবৃত্তি পায় সে বিষয়ে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এতে শুধু অতি-দরিদ্ররাই বৃত্তি পাবে বলে বলা হয়। অতিদরিদ্রদের সংজ্ঞার ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। যে সব শিক্ষার্থীর পিতা বা অভিভাবক ৫০ শতাংশ কম ভূমির মালিক, বার্ষিক আয় ৩০ হাজার টাকার নিচে, দুস্থ, অসহায় শ্রেণী, উপার্জনে অসমর্থ বিকলাঙ্গ, নদী ভাঙ্গন কবলিত, বাস্তুহারা ও অসচ্ছল, নিম্ন আয়ের শ্রমজীবী যেমন রিকশাচালক, দিনমজুর-তারাই উপবৃত্তি পাবে। এছাড়া প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধার সন্তানরা এ বৃত্তির আওতায় পড়বে। এছাড়া উপবৃত্তি পেতে শিক্ষাবর্ষে ন্যূনতম গড়ে ক্লাসে উপস্থিত ৭৫ শতাংশ, ৬ষ্ঠ-৭ম শ্রেণীতে বার্ষিক পরীক্ষায় ন্যূনতম গড়ে ৩০ শতাংশ, ৮ম-৯ম শ্রেণীতে বার্ষিক পরীক্ষায় ন্যূনতম গড়ে ৪০ শতাংশ এবং ১০ম শ্রেণীতে শিক্ষাবোর্ডের নিয়মানুসারে নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। এসএসসি -দাখিল পর্যন্ত অবিবাহিত থাকতে হবে।

এফএসএসপি প্রকল্পে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ২৫, সপ্তম শ্রেণীতে ৩০, অষ্টম শ্রেণীতে ৩৫, নবম ও দশম শ্রেণীতে ৬০ টাকা করে বৃত্তি দেয়া হতো। নতুন প্রকল্পের আওতায় ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীতে ১০০, অষ্টম শ্রেণীতে ১২০, নবম ও দশম শ্রেণীতে ১৫০ টাকা বৃত্তি দেয়া হবে।